সংবাদ

তারিখ 02 OCT 2013
পৃ ৫ ক ২

রংপুরে উত্তর জনপদের স্বপ্নের বিদ্যাপীঠ

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ থুবড়ে চেইন অফ কমান্ড

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

উত্তর জনপদের অনেক স্বপ্নের আর প্রত্যাশার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এখন নানান সংকটে জর্জরিত। অর্থের অভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। সেইসঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ৫ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। অন্যদিকে শিক্ষক সংকটের কারণে দুটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। এসব সমস্যার মূলে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একচোখেমিপনা আর অবহেলা। ফলে স্বপ্নের এ বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন শিক্ষার্থীসহ সবার কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, ২০০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর এত বড় সমস্যায় আর কখনই পড়েনি। ইউজিসি প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান না করায় শিক্ষকদের পাঠদান প্রকটিক্যাল ক্লাস এমনকি চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ কেনা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানায় প্রতিদিন ক্লাস নেয়ার জন্য শিক্ষকদের যে মার্কার কলমসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রয়োজন সেটাও কর্তৃপক্ষ 'অর্থ বরাদ্দ নেই' অজুহাত দেখিয়ে সরবরাহ করছে না। শুধু তাই নয় প্রাকটিক্যাল করার মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যন্ত নেই ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে।

এদিকে লোক প্রশাসন বিভাগে দীর্ঘদিনেও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। অথচ শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি সেমিস্টার পার হয়েছে ধার করা শিক্ষক দিয়ে। এ ব্যাপারে ইউজিসি কর্তৃপক্ষ নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত করায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানান। তবে সেই নিয়োগ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার পরও কেন নিয়োগ হচ্ছে না এর জবাব ইউজিসিকেই দিতে হবে বলে ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে। অন্যদিকে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ৪ শিক্ষকের মধ্যে ৩ জন বিদেশে চলে যাওয়ায় সেখানে শিক্ষার্থীদের লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে বলে তারা শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও চরম অবনতি ঘটেছে। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অসমাপ্ত ভবনগুলোতে চলছে অসামাজিক কার্যকলাপ আর মাদকের অবাধ ব্যবহার। এমনকি মাদক ব্যবসাও চলছে রমরমা। এতে করে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার পরিজন নিয়ে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। একাডেমিক ভবন থেকে ১৫টি সিলিং ফ্যান চুরিসহ অসংখ্য চুরির ঘটনা ঘটলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। বরং লোক দেখানো কমিটি করে দিয়েই দায় শেষ করা হচ্ছে।

এদিকে নয়া উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবী যোগদান করার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে চেইন অফ কমান্ড একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ কারো কথা শোনে না। এমনকি উপাচার্যের নির্দেশও মানতে চায় না তার অধীনস্থরা। শিক্ষকরা যখন তাদের ৫ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে ৫ দিন ধরে উপাচার্যকে তার কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখল সে ঘটনায় বেতন পরিশোধের অঙ্গীকার করে উপাচার্য মুক্ত হলেও তাদের বেতন বিল তৈরি করার মতো কর্মকর্তা পাচ্ছিলেন না উপাচার্য। তার ডাকে সাড়া দিলেও স্বাক্ষর করতে তার সামনেই অস্বীকার করেন অনেকেই। একইভাবে অস্থায়ী নিয়োগ পাওয়া ৩৩৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ আর বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেও তা নিরসনে কোন উদ্যোগ নেই। লাগাতার আন্দোলনের মুখে প্রশাসনিক ভবনে কর্মকাণ্ড পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়েছে। এত কিছুর পরও উপাচার্য কোন পদক্ষেপ নিতে পারছেন না বলে খোদ শিক্ষক আর কর্মকর্তারাই অভিযোগ করলেন।

এদিকে আগের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়া শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে ৬৭৪ জনকে নিয়োগ প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে ৩৩৬ জন অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। অথচ তাদের স্থায়ী করার কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী এখানে জনবল থাকার কথা এক হাজারের বেশি। তারপরও ইউজিসি তাদের একচোখেমিপনা দেখিয়ে জনবল অনুমোদন প্রদান করছেন না বলে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অভিযোগ করেছে। তারা ইউজিসির কর্মকাণ্ডকে দায়ী করে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে গত রোববার ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে।